দৈনিক
জনকণ্ঠ

16 JUL 2006
পৃঃ - ৪ কলাম - ২

অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের কোন্দলে ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে ॥ পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

সাতক্ষীরা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ॥ সাতক্ষীরা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ও কয়েক শিক্ষকের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার সাধারণ ছাত্ররা এখন দু'পক্ষের সাফাই গাইতে মাঠে নেমেছে। ছাত্রদের ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চাইছেন এসব সুবিধাভোগী—এমন অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবক। মঙ্গলবার অধ্যক্ষের পক্ষে ডাকা ও বিপক্ষে সংবাদ সম্মেলন করতে আসা এই প্রতিষ্ঠানের কিছু ছাত্র এমনই তথ্য তুলে ধরেন সাংবাদিকদের কাছে। এদিকে কলেজ অধ্যক্ষ জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে কাজ না করেই ট্রেজারিতে লাখ টাকার বিল-ভাউচার জমা দেয়ার অভিযোগসহ সাংবাদিকদের কাছে তথ্য দেয়ার অভিযোগে এই প্রতিষ্ঠানের ৩ শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছেন অধ্যক্ষ। নোটিসে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালের সরকারী চাকরিবিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সাতক্ষীরা সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চীফ ইনস্ট্রাক্টর ফেরদৌস আরেফীনের আনা—দুর্নীতির অভিযোগ ও শিক্ষক-কর্মচারীদের আনা অপর একটি দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে জনকণ্ঠে রিপোর্ট প্রকাশের পর এখন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের মধ্যে চলছে ঠাণ্ডা লড়াই। কাজ না করেই সংস্কার প্রকল্পের ১ লাখ টাকার বিল-ভাউচার ট্রেজারিতে জমা দেয়ার তথ্য ফাঁস হওয়ার পর এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য সোমবার ইট-বালি কেনা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ৬ সদস্যবিশিষ্ট তদারকি কমিটি। ওয়ার্কশপ ভবনের একটি অংশ পার্টিশন দিয়ে চীফ ইনস্ট্রাক্টরের জন্য একটি কক্ষ তৈরির কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এই কাজ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে। অনেকের মতে, ওয়ার্কশপ রুমে পার্টিশন দিয়ে এই কাজ করে টাকা অপচয় করা হচ্ছে। আবার অধ্যক্ষের অভিযোগ, ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্তে এই কাজের সিদ্ধান্ত হলেও কমিটির অনেক সদস্যই এখন এই কাজের বিরোধিতা করছেন। এদিকে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী চীফ ইনস্ট্রাক্টর ফেরদৌস আরেফীনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ অধ্যক্ষের। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ঠিকাদারের সঙ্গে সিয়াজো করে ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আজ পর্যন্ত সেই মালামাল সরবরাহ না করার অভিযোগ তোলেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের এই অভিযোগ অস্বীকার করে ফেরদৌস আরেফীন মঙ্গলবার বলেন, বিভাগীয় প্রধান হিসাবে টেক কমিটিতে তাঁকে প্রতিবছরই রাখা হয়। অধ্যক্ষ একজন কাঠ ব্যবসায়ীকে ঠিকাদার সাজিয়ে নামমাত্র টেন্ডার দেখিয়ে বিভিন্ন কাঁচামাল ক্রয় করে থাকেন। কমিটির সদস্য হিসাবে মালামাল ক্রয়ের আগেই অধ্যক্ষ তাঁর কাছ থেকে বিল-ভাউচারে সই করে নিয়ে এখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন। সাতক্ষীরার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের শিকার এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রী। দ্বন্দ্ব ও নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে ছাত্ররা ক্লাস বাদ দিয়ে এখন শিক্ষক ও অধ্যক্ষের পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নেমেছে।